অনলাইন মনোনয়নপত্র দাখিলের জন্য নির্দেশিকা

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

(ভার্সন ২.০, অক্টোবর ২০২৩)

Online Nomination Submission System (ONSS)
অনলাইন নমিনেশন সাবমিশন সিস্টেম

১। নির্বাচনে প্রার্থীগণ Online Nomination Submission System (ONSS) ব্যবহার করে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে পারেন। এজন্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে (www.ecs.gov.bd) গিয়ে অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিল লিংকে ক্লিক করতে হবে অথবা সরাসরি অনলাইনে মনোনয়নপত্র দাখিলের ওয়েব সাইটে (https://onss.ecs.gov.bd) যেতে হবে।

১। নির্দেশিকা ডাউনলোড করতে এখানে (১) ক্লিক করুন (পরবর্তী পৃষ্ঠায়)।

২। নির্দিষ্ট নির্বাচনের জন্য যদি ইতিপূর্বে ONSS-এ রেজিস্ট্রেশন করা না থাকে তাহলে রেজিস্ট্রেশনের লিংকে ক্লিক করুন।

৩। ইতিপূর্বে রেজিস্ট্রেশন করা থাকলে লগইন লিংকে ক্লিক করুন।

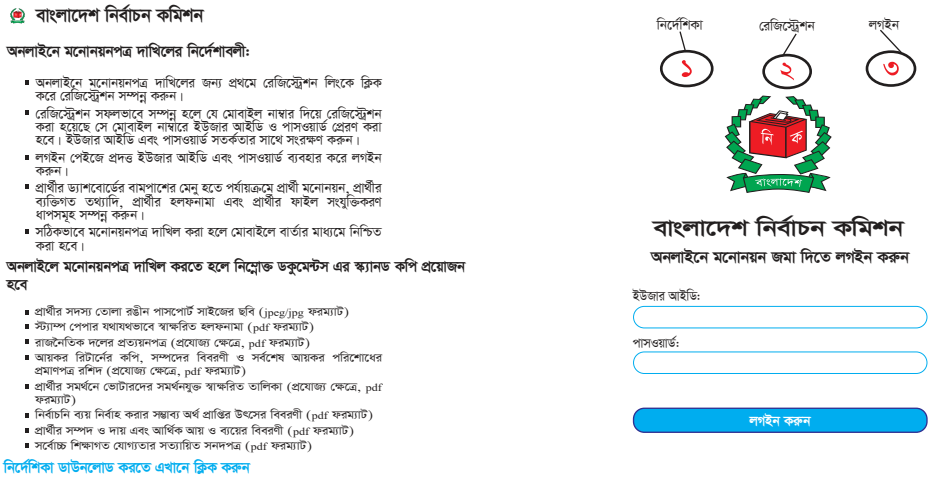

১। রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া : রেজিস্ট্রেশন করার জন্য রেজিস্ট্রেশন পেজে নির্বাচনের ধরন, নির্বাচনের নাম, পদ, বিভাগ, জেলা, নির্বাচনি আসন ড্রপ ডাউন লিস্ট থেকে নির্বাচন করুন এবং আপনার জন্ম তারিখ, এন.আই.ডি নম্বর, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল টাইপ করে 'রেজিস্ট্রেশন করুন' বাটন এ ক্লিক করার পর ফেস ভেরিফিকেশন-এর জন্য popup আসবে, এই পর্যায়ে মাথা নেড়ে প্রথমে ছবি তুলুন এবং পরবর্তীতে 'যাচাই করুন' বাটন এ ক্লিক করার মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করুন। আপনার দেয়া তথ্য ভোটার ডাটাবেজে সঠিকভাবে পাওয়া গেলে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে এবং আপনার দেয়া মোবাইল নম্বর এ User Id এবং Password এসএমএস-এর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হবে। এনআইডি ডাটাবেস-এর সাথে তথ্যের গরমিল হলে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হবে না। সেক্ষেত্রে পুনরায় সঠিক তথ্য দেয়ার মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে হবে।

২। লগইন প্রক্রিয়া : প্রথম বার লগইন করার সময় মোবাইল নম্বরে এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত User Id এবং Password দিয়ে লগইন করতে পারবেন এবং লগইন পরবর্তীতে New Password নিজের মতো করে দিবেন এবং একই পাসওয়ার্ড Confirm Password বক্সে দিয়ে সেভ করলে নুতন পাসওয়ার্ড সেট হবে। মোবাইল নম্বরে এসএমএস এর মাধ্যমে প্রাপ্ত User Id এবং নুতন সেট করা পাসওয়ার্ড যত্ন সহকারে সংরক্ষন করুন। ধাপ ভিত্তিক বা সম্পূর্ণ মনোনয়নপত্র পূরণ ও সংরক্ষণ (save), জামানত প্রদান, মনোনয়নপত্র দাখিল এবং পরবর্তীতে প্রোফাইলে লগইন করার জন্য এই সংরক্ষিত ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড প্রয়োজন হবে।

৩। লগইন পরবর্তী : সঠিক ভাবে লগইন করার পর প্রার্থী নমিনেশন সংক্রান্ত তথ্য পূরণ এবং জমা দেয়ার জন্য ড্যাশবোর্ড দেখতে পাবেন।

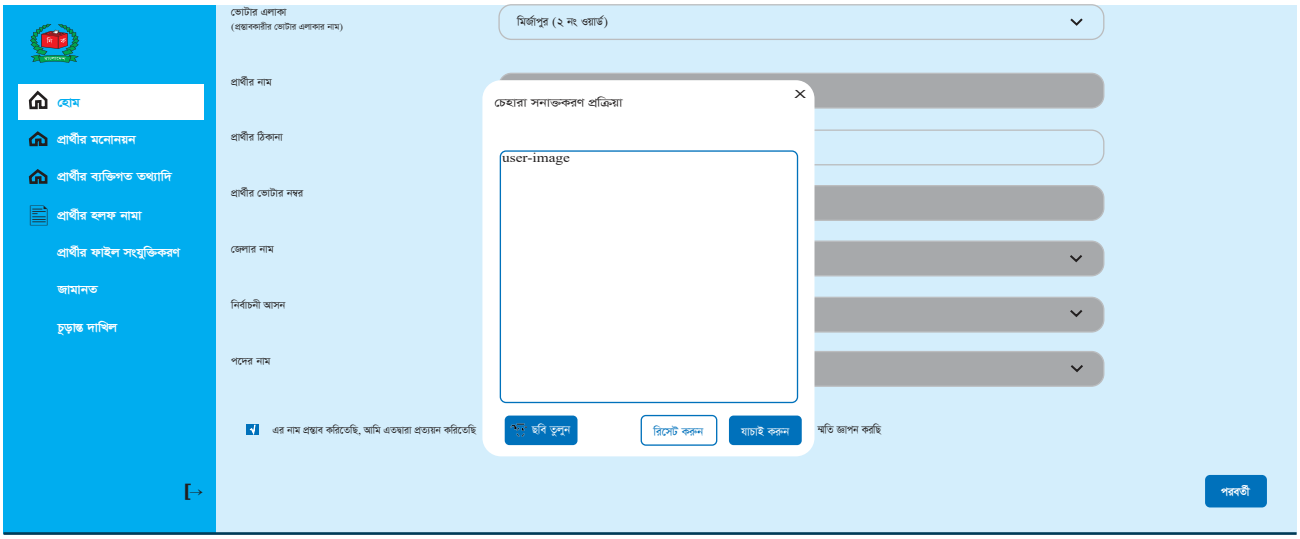

৪। মনোনয়ন সংক্রান্ত তথ্য পূরণ : ড্যাশবোর্ডের বাম পাশের 'প্রার্থী মনোনয়ন' অপশনে গিয়ে মনোনয়ন পত্রের প্রথম অংশ অর্থাৎ প্রস্তাবকারীর অংশ পূরণ করুন। প্রস্তাবকারীর ভোটার নম্বর অথবা NID নম্বর পূরণ করুন ও ছবি যাচাই-এর মাধ্যমে প্রস্তাবকারীকে সনাক্ত করুন। ভোটার নম্বর, নাম প্রার্থীর ঠিকানা, NID থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ হবে। জেলার নাম, নির্বাচনি আসন, উপজেলা/থানা, আরএমও, সিটি কর্পোরেশন, ইউনিয়ন/ওয়ার্ড, ভোটার এলাকা ইত্যাদি তথ্য পূরণ করুন। একই প্রক্রিয়ায় জেলার নাম, নির্বাচনি আসন, পদের নাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ হবে।

ফর্মের এই অংশের নিচে প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হিসেবে অন্য কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্রে প্রস্তাব/সমর্থন করেন নাই-মর্মে প্রত্যয়নের অংশে টিক মার্ক দিয়ে পরবর্তী অংশে যেতে পারেন।

৫। প্রার্থী মনোনয়ন থেকে সমর্থনকারী অংশ পূরণ করুন : ভোটার নম্বর অথবা NID নম্বর পূরণ করুন ও ছবি যাচাইয়ের মাধ্যমে সমর্থনকারীকে সনাক্ত করুন। ক্রমিক নম্বর (ভোটার তালিকায় প্রার্থীর ক্রমিক নম্বর) পূরণ করুন ; জেলার নাম, নির্বাচনি আসন, উপজেলা/থানা, আরএমও, সিটি কর্পোরেশন, ইউনিয়ন/ওয়ার্ড, ভোটার এলাকা পূরণ করুন। ভোটার নম্বর, নাম প্রার্থীর ঠিকানা, NID থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ হবে। একই প্রক্রিয়ায় জেলার নাম, নির্বাচনি আসন, পদের নাম স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ হবে।

ফর্মের এই অংশের নিচে প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী হিসেবে অন্য কোন প্রার্থীর মনোনয়নপত্রে প্রস্তাব/সমর্থন করেন নাই-মর্মে প্রত্যয়নের অংশে টিক মার্ক দিয়ে পরবর্তী অংশে যেতে পারেন।

৬। প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্য পূরণ : প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্য পূরণ করার জন্য বাম পাশের মেনু হতে "প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি" অপশনে ক্লিক করুন। এই পেইজে ভোটার নম্বর, প্রার্থীর নাম, প্রার্থীর ঠিকানা, পিতা/স্বামীর নাম, মাতার নাম, ভোটার নম্বর এনআইডি থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পূরণ হবে। জেলার নাম, নির্বাচনি আসন, উপজেলা/থানা, আরএমও, সিটি কর্পোরেশন, ইউনিয়ন/ওয়ার্ড, ভোটার এলাকা সিলেক্ট করুন। নির্বাচনি ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যাংক একাউন্ট নম্বর, ব্যাংকের নাম, ব্রাঞ্চের নাম লিখতে হবে এবং রাজনৈতিক দল নির্বাচন করতে হবে। প্রার্থী স্বতন্ত্র হলে রাজনৈতিক দল অপশন হতে স্বতন্ত্র সিলেক্ট করতে হবে।

স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদের কোন নির্বাচনে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হয়ে থাকলে সে বিষয়ে তথ্য পূরণ করতে হবে।

প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি অংশে প্রার্থীর নাম, জাতীয় পরিচয় পত্র, পিতার নাম, মাতার নাম, স্বামী/স্ত্রীর নাম, জন্ম তারিখ, বয়স, জন্মস্থান, জন্মস্থানের ঠিকানা (অন্যান্য) ঠিকানা (স্থায়ী, বর্তমান), তাৎক্ষণিক যোগাযোগের জন্য টেলিফোন নম্বর, মোবাইল নম্বর, ই-মেইল ঠিকানা, বৈবাহিক অবস্থা, পেশা, বর্তমান কর্মস্থল (কর্মস্থলের নাম, কর্মস্থলের ঠিকানা) স্বামী/স্ত্রীর পেশা, প্রার্থীদের TIN নাম্বার, সন্তানাদি ইত্যাদি তথ্য দিতে হবে।

৭। হলফনামার তথ্য পূরণ : প্রোফাইলের বাম পাশের হলফনামা অপশনে ক্লিক করে হলফনামার তথ্য পূরণ করতে হবে। এখানে সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা, ও ফৌজদারি মামলা সংক্রান্ত তথ্য, পেশার বিবরণী, প্রার্থী এবং প্রার্থীর উপর নির্ভরশীলদের আয়ের উৎস/উৎসসমূহ, প্রার্থী, প্রার্থীর উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের এবং প্রার্থীর স্ত্রী/স্বামীর পরিসম্পদ এবং দায়ের বিবরণী, দায়, ঋণ সংক্রান্ত তথ্য পূরণ করতে হবে।

৮। নির্বাচনে ব্যয় নির্বাহ করার নিমিত্তে সম্ভাব্য অর্থ প্রাপ্তির উৎসের বিবরণী, প্রার্থীর সম্পদ ও দায় এবং বার্ষিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে।

৯। প্রয়োজনীয় ফাইল সংযুক্ত করুন : প্রোফাইলের বাম পাশের ফাইল সংযুক্তিকরণ অপশনে গিয়ে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট স্ক্যান করে ফাইলসমূহ সংযুক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রার্থীর সদ্য তোলার রঙিন পাসপোর্ট সাইজের ছবি (JPEG/JPG ফরম্যাট), রাজনৈতিক দলের প্রত্যয়ন পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে pdf ফরম্যাট), আয়কর রিটার্নের কপি, সম্পদের বিবরণী ও সর্বশেষ আয়কর পরিশোধের প্রমাণপত্র/রশিদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে pdf ফরম্যাট), প্রার্থীর সমর্থনে ভোটারদের সমর্থন যুক্ত স্বাক্ষরিত তালিকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে pdf ফরম্যাট, শুধুমাত্র প্রথম এবং শেষ পাতা), হলফনামা পূরণপূর্বক ডাউনলোড করে স্ট্যাম্পে প্রিন্ট করে বিধি মোতাবেক ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিক কর্তৃক স্বাক্ষর পূর্বক স্বাক্ষরযুক্ত হলফনামার স্ক্যান কপি, সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার সত্যায়িত সনদপত্র (pdf ফরম্যাট), ইত্যাদি সংযুক্ত করতে হবে।

১০। জামানত প্রদান : প্রোফাইলের বাম পাশের পেমেন্ট অপশনে গিয়ে জামানতের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ টাকা, ম্যানুয়াল চালান, A-Chalan, Sonali Seba অথবা SSL COMMERy-এর মাধ্যমে প্রদান করুন। পেমেন্ট সম্পন্ন হলে ড্যাশবোর্ডে জামানত প্রদানের তথ্য দেখতে পাবেন।

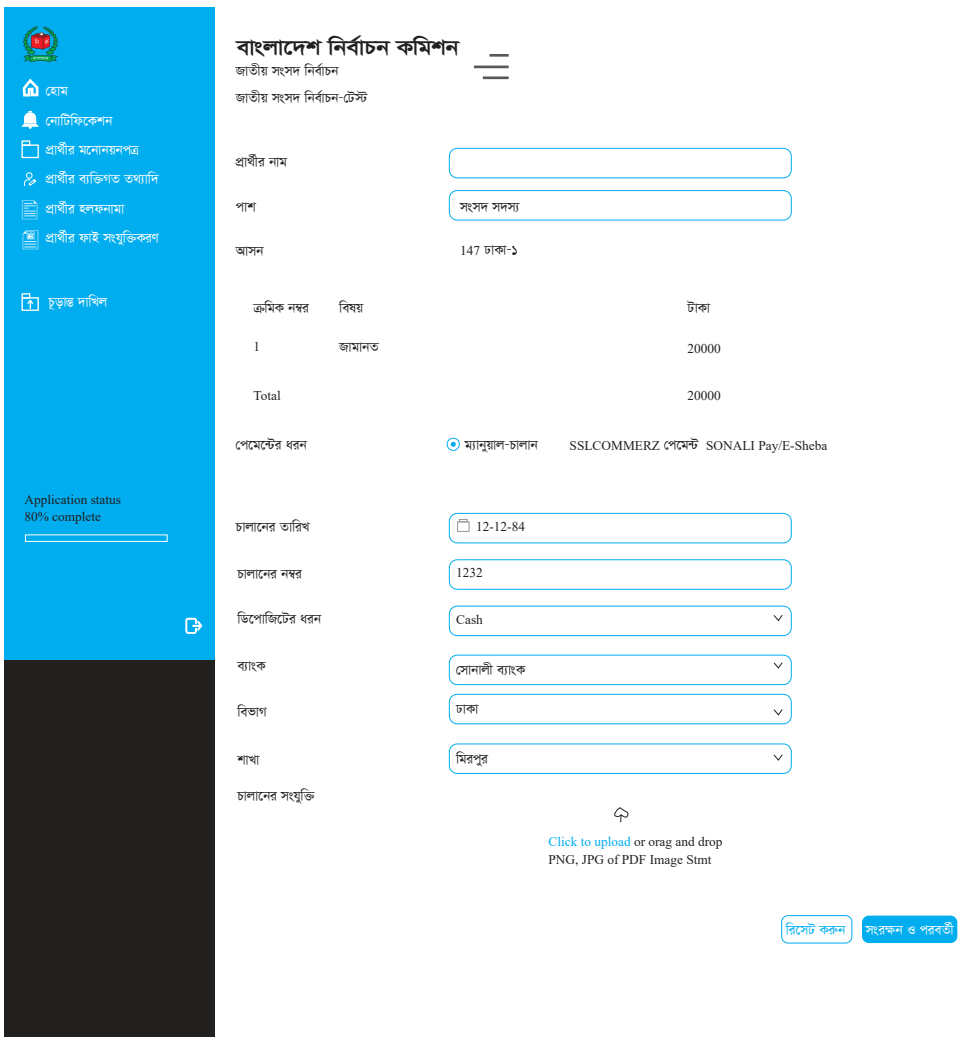

১১। মনোয়নপত্র দাখিল : সকল ধাপ যথাযথভাবে সম্পন্ন করার পর ড্যাশবোর্ড মনোয়নপত্রটি দাখিল করার অপশন পাওয়া যাবে। এপর্যায়ে উপরের মনোনয়নপত্র বাটনে ক্লিক করে প্রার্থী কর্তৃক পূরণকৃত মনোনয়নপত্র (pdf ফরম্যাটে) ডাউনলোড করে সব ঠিক আছে কিনা দেখে নিতে পারেন। কোনো কিছু পরিবর্তন করতে হলে মনোয়নপত্রটি দাখিল করার আগে সম্পন্ন করতে হবে। দাখিল পরবর্তীতে পরিবর্তন করার কোনো সুযোগ নাই।

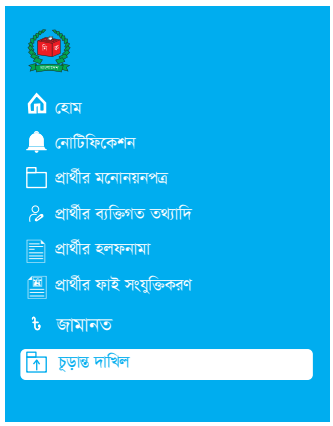

১২। একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল : কোনো প্রার্থী যদি একই আসনে একাধিক মনোনয়নপত্র দাখিল করতে চায় অথবা একাধিক আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল করতে ইচ্ছুক হয় তাহলে একবার মনোনয়নপত্র চূড়ান্ত দাখিলের পর ড্যাশবোর্ডের উপরের দিকে ডান দিকে 'নতুন নোমিনেশন দাখিল শুরু করুন' বাটনে ক্লিক করে একই প্রক্রিয়ায় নুতন আবেদন করতে পারবেন। এর জন্য প্রার্থীকে আবার রেজিস্ট্রেশন করতে হবে না।

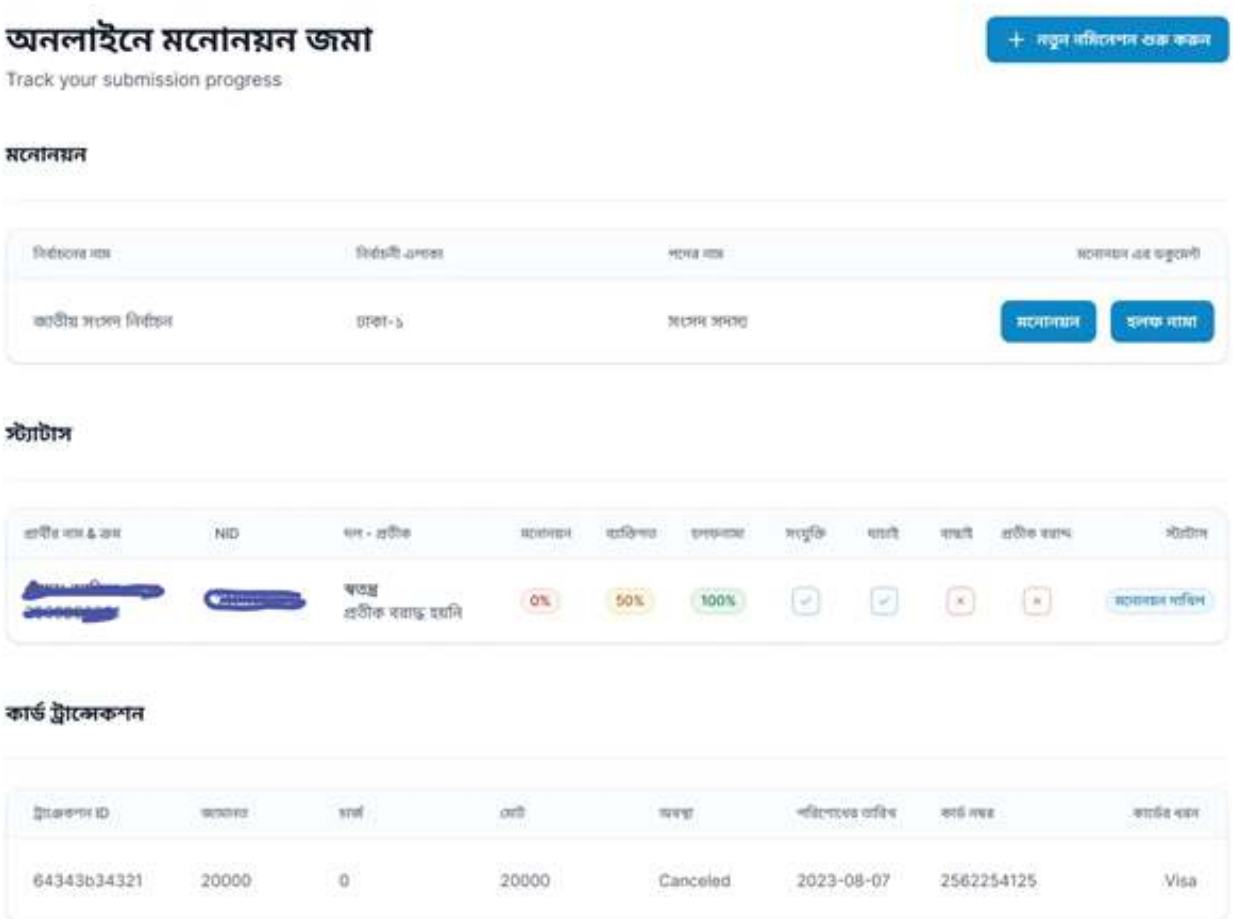

১৩। দাখিলের পরবর্তী কার্যক্রম : মনোনয়ন চূড়ান্ত দাখিলের পরবর্তী কার্যক্রম যেমন প্রাপ্তি স্বীকার, মনোনয়নপত্র গ্রহণ কিংবা বাতিল সংক্রান্ত তথ্য ড্যাশবোর্ড-এর উপরের বাটনগুলো ক্লিক করার মাধ্যমে দেখতে পারবেন। এ ছাড়াও এসকল কার্যক্রমের নোটিফিকেশন এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রার্থীর দেয়া মোবাইল নাম্বারে পাঠানো হবে।

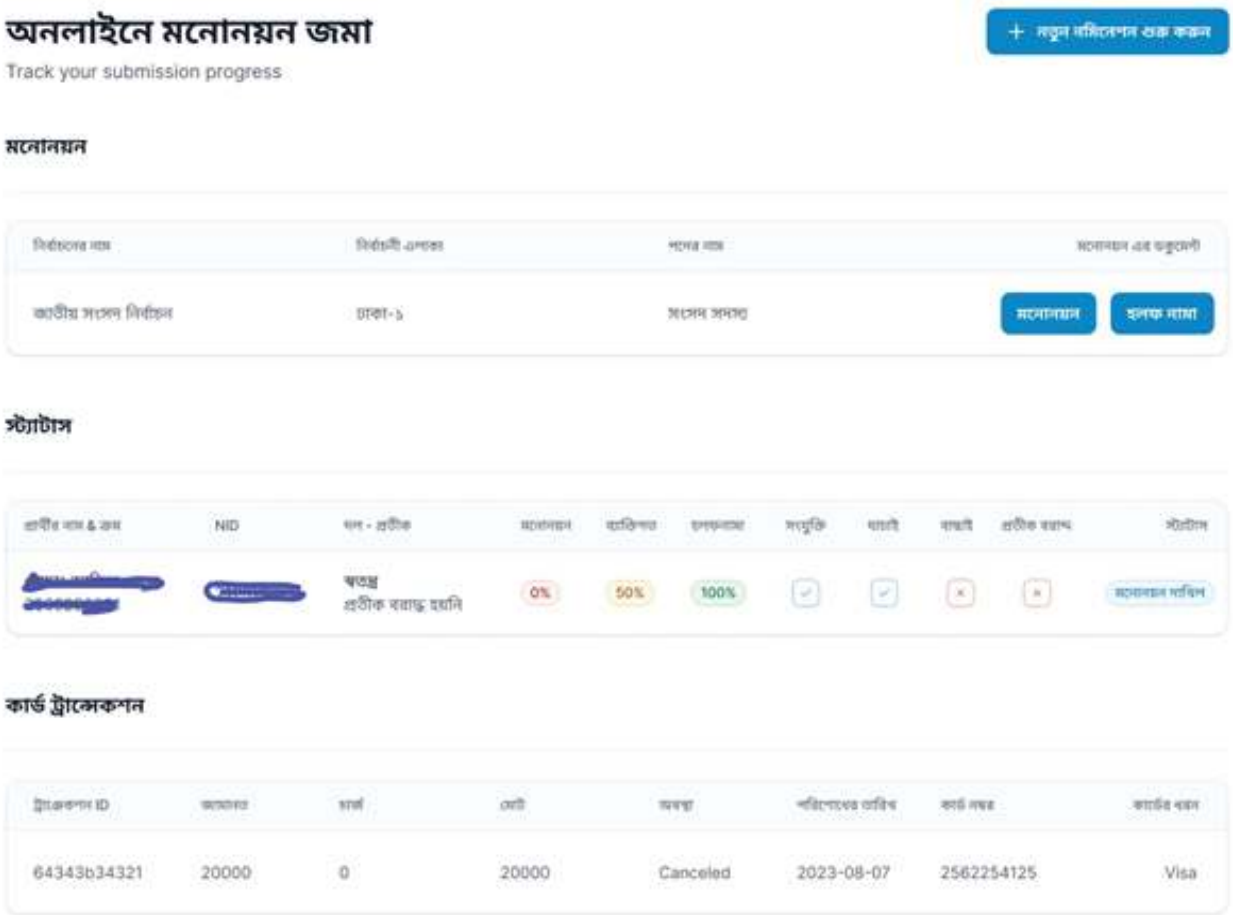

সরাসরি মনোনয়পত্র দাখিলের জন্য মনোনয়ন ফরম পূরণের নির্দেশাবলি

বিষয় সূচি

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আগ্রহী প্রার্থীর জন্য চেকলিস্ট	৩
o জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে চান এমন ব্যক্তি প্রাসঙ্গিক আইনের আওতায় প্রার্থী হওয়ার উপযুক্ত কিনা তা যাচাই করে দেখার জন্য এ চেকলিস্টের সহায়তা গ্রহণ করতে পারবেন।	
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জন্য প্রার্থীর মনোনয়ন ফরম	৬
o জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হলে এ ফরম পূরণ করতে হবে। এ ফরম পূরণের জন্য অনেক তথ্যের প্রয়োজন হবে। তাছাড়া কিছু দলিলাদি যেমন, পরীক্ষার সার্টিফিকেট) সংযোজন করতে হবে। অতএব এ ফরম সম্পর্কে আগেই ধারণা থাকলে প্রার্থীর জন্য তা সহায়ক হবে এবং তিনি প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারবেন।	
মনোনয়ন ফরম পূরণের নির্দেশিকা	২৪
o ফরম পূরণকালে সহায়তার জন্য এ নির্দেশিকা তৈরী করা হয়েছে। তাছাড়া, ফরমের কোন অংশ অস্পষ্ট মনে হলে বা ফরমে সুনির্দিষ্টভাবে কি চাওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে প্রশ্ন থাকলে এ নির্দেশিকা থেকে তার ধারণা পাওয়া যাবে।	

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আগ্রহী প্রার্থীর জন্য চেকলিস্ট

আপনি কি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে আগ্রহী ? তাহলে আইনের আলোকে আপনি প্রার্থী হওয়ার যোগ্য কিনা তা আপনার জানা প্রয়োজন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদে এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ১২ অনুচ্ছে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা সংক্রান্ত বিধানাবলী রয়েছে। তার মধ্যে অযোগ্যতা ও তথ্য প্রকাশের বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য। প্রাসঙ্গিক আইনের বিধান অনুসরণ করে এ চেকলিস্ট প্রস্তুত করা হয়েছে। চেকলিস্টে উল্লিখিত প্রশ্নগুলোর উত্ত দিয়ে আপনি নিজেই আপনার যোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবেন সেই সাথে মনোনয়ন ফরমের শর্তাদি পূরণ হলো কিনা তা অনুধাবনেও চেকলিস্ট আপনার সহায়ক হবে।

ক. এ প্রশ্নগুলোর উত্তর হ্যাঁ হতে হবে। মন্তব্য : এ অংশে কোন প্রশ্নের উত্তরে 'না' চিহ্নিত ঘরে টিক দিয়ে থাকলে আপনি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্য হবেন না।			
০১।	আপনি কি বাংলাদেশের নাগরিক ?	হ্যাঁ	না
০২।	মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখে আপনার বয়স পঁচিশ বছর পূর্ণ হয়েছে ?	হ্যাঁ	না
০৩।	ভোটার তালিকায় আপনার নাম আছে কি ?	হ্যাঁ	না
০৪।	কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কি আপনাকে মনোনয়ন দিয়েছে, কোন রাজনৈতিক দলের মনোনীত না হয়ে থাকলে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার শর্ত (পূর্বে অন্তত একটি সংসদ নির্বাচনে সদস্য নির্বাচিত হওয়া না ১ শতাংশ ভোটারের সমর্থন) পূরণ করেছেন কি ?	হ্যাঁ	না
খ. অযোগ্যতার কারণসমূহ মন্তব্য : এ অংশে কোন প্রশ্নের উত্তরে 'হ্যাঁ' চিহ্নিত ঘরে টিক দিয়ে থাকলে আপনি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা বিবেচিত হবেন না।			
০১।	আপনি কি কখনও আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হয়েছেন ?	হ্যাঁ	না
০২।	আপনি কি বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন ?	হ্যাঁ	না
০৩।	আপনি কি বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা বা স্বীকার করেছেন ?	হ্যাঁ	না
০৪।	আপনি কি প্রজাতন্ত্র বা কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের লাভজনক পদে সার্বক্ষণিক অধিষ্ঠিত আছেন।	হ্যাঁ	না
০৫।	আপনি সরকারকে পণ্য সরবরাহ করার জন্য বা কোন চুক্তি বাস্তবায়ন বা সেবা কার্যক্রমের জন্য বা হি যৌথ পরিবারের সদস্য হিসাবে কোন অংশ বা স্বার্থ আছে এরূপ কোন চুক্তিতে আবদ্ধ আছে কি ?	হ্যাঁ	না
০৬।	কৃষি কাজের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ ব্যতীত, মনোনয়ন পত্র জমা দেয়ার তারিখের পূর্বে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত কোন ঋণ বা তার কোন কিস্তি পরিশোধে খেলাপী হয়েছেন কি ?	হ্যাঁ	না
০৭।	আপনি কোন কোম্পানীর পরিচালক বা ফার্মের অংশীদার হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার তারিখের পূর্বে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত কোন ঋণ বা তার কোন কিস্তি পরিশোধ খেলাপী হয়েছেন কি ?	হ্যাঁ	না
০৮।	মনোনয়ন পত্র দাখিলের পূর্বে ব্যক্তিগতভাবে টেলিফোন, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানি বা অন্য কোন সরকারি সেবা প্রদানকারী সংস্থার বিল পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন কি ?	হ্যাঁ	না
০৯।	Intemational Crimes (Tribunals(Act, 1973 (Act No. XIX of 1973)-এর অধীন সংঘটিত অপরাধের দন্ডিত হয়েছেন কি ?	হ্যাঁ	না
১০।	১৯৭২ সালের বাংলাদেশ যোগসাজশকারী (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশের অধীন কোন অপরাধের জন্য দন্ডিত হয়েছেন কি ?	হ্যাঁ	না
১১।	তিনটির অধিক আসনে মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন কি ?	হ্যাঁ	না

গ. নিম্নের বিষয়গুলোতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক চিহ্ন দিন

মন্তব্য : এ অংশে প্রতিটি প্রশ্নের দু'টি অংশ রয়েছে 'ক' ও 'খ'
কোন প্রশ্নের ক অংশের উত্তরে 'না' হলে খ অংশের উত্তর 'না' হলে খ অংশের উত্তর দেখার প্রয়োজন নেই
আপনি যোগ্য তবে ক অংশের 'হ্যাঁ' চিহ্নিত ঘরে টিক দিয়ে থাকলে প্রশ্নের খ অংশের উত্তর দিতে হবে।
এ ক্ষেত্রে খ অংশের উক্তর 'হ্যা' হলে আপনি যোগ্য হবেন।
আর ক অংশে 'হ্যা' এবং অংশে 'না' উত্তর হলে আপনি নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্য নন।

১ (ক)	আপনি কি আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হয়েছেন ?	হ্যাঁ	না
(খ)	দেউলিয়া ঘোষিত হলে দায় হতে অব্যাহতি পেয়েছেন কি ?	হ্যাঁ	না
২ (ক)	নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে আপনি অন্যূন দুই বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত হয়েছেন কি ?	হ্যাঁ	না
(খ)	উপরে বর্ণিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে কারাদন্ডে দন্ডিত হয়ে থাকলে মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত হয়েছে কি ?	হ্যাঁ	না
৩ (ক)	গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের অনুচ্ছেদ ৭৩, ৭৪, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪ বা ৮৬ এর অধীন কোন অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়ে আপনি অন্যূন দুই বছরের করাদন্ডে দন্ডিত হয়েছে কি (টীকা দেখুন)	হ্যাঁ	না
(খ)	উপরে বর্ণিত অপরাধের দোষী সাব্যস্ত হয়ে কারাদন্ডে দান্ডি হয়ে থাকলে আপনার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বছরকাল অতিবাহিত হয়েছেন কি ?	হ্যাঁ	না
৪ (ক)	গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের অনুচ্ছেদ ৬৩ এর দফা (১) এর অধীন উপদফা (সি), (ডি) ও (ই) এ উল্লিখিত যে কোন কারণ কোন আসনে আপনার নির্বাচন অবৈধ বলে ঘোষিত হয়েছে কি ? (টীকা দেখুন)	হ্যাঁ	না
(খ)	উপরে বর্ণিত কোন নির্বাচন অবৈধ বলেঘোষিত হলে উক্তরূপ ঘোষণার তারিখের পর পাঁচ বছরকাল অতিবাহিত হয়েছেন কি ?	হ্যাঁ	না
৫ (ক)	আপনি প্রজাতন্ত্রের বা কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের বা প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগের চাকুরি হতে পদত্যাগ বা অবসরে গমন করেছেন কি ?	হ্যাঁ	না
(খ)	উপরের উত্তর হ্যাঁ হলে উক্ত পদত্যাগ বা অবসর গমনের পর তিন বছর অতিবাহিত হয়েছে কি ?	হ্যাঁ	না
৬ (ক)	আপনি প্রজাতন্ত্র বা কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষ বা প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগের চাকুরি হতে বরখা বা অপসারিত বা বাধ্যতামূলক অবসর প্রাপ্ত হয়েছে কি ?	হ্যাঁ	না
(খ)	উপরের প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক হলে বরখাস্ত বা অপসারণ বা বাধ্যতামূলক অবসরের পর ৫ বছর অতিবাহিত হয়েছে কি ?	হ্যাঁ	না
৭ (ক)	প্রজাতন্ত্রে বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের বা প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগের কোন চাকুরিতে চুক্তিভিত্তি নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেলেন কি ?	হ্যাঁ	না
(খ)	উপরের প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ হলে চুক্তির মেয়াদ অতিক্রান্ত বা বাতিলের পর তিন বছর অতিবাহিত হয়েছে কি ?	হ্যাঁ	না
৮ (ক)	আপনি বেসরকারি সংস্থার প্রধান কার্যনির্বাহী পদে অধিষ্ঠিত আছেন অথবা উক্ত পদ হতে পদত্যাগ বা অবসর গ্রহণ বা বরখাস্ত হয়েছেন কি ?	হ্যাঁ	না
(খ)	উপরে বর্ণিত পদে অধিষ্ঠিত থাকলে উক্ত পদ ত্যাগ বা অবসর গ্রহণ বা বরখাস্ত হওয়ার পর তিন বছর অতিবাহিত হয়েছে কি ?	হ্যাঁ	না

টীকা :

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ-

১।	অনুচ্ছেদ ৭৩	–	নির্বাচনে দুর্নীতমূলক অপরাধ
২।	অনুচ্ছেদ ৭৪	–	নির্বাচনে বেআইনি আচরণ
৩।	অনুচ্ছেদ ৭৮	–	ভোটগ্রহণের দিনে এবং তার আগে ও পরে ৪৮ ঘণ্টা সভা ও শোভাযাত্রা
৪।	অনুচ্ছেদ ৭৯	–	ভোটকেন্দ্রের ৪০০ গজ ব্যাসার্ধের মধ্যে ক্যানভাস
৫।	অনুচ্ছেদ ৮০	–	ভোটকেন্দ্রের নিকট উচ্ছৃঙ্খল আচরণ
৬।	অনুচ্ছেদ ৮১	–	ব্যালট পেপারসহ ভোটগ্রহণ কাজে ব্যবহৃত কাগজপত্রে হস্তক্ষেপ
৭।	অনুচ্ছেদ ৮২	–	ভোটগ্রহণের গোপানীয়তায় হস্তক্ষেপ
৮।	অনুচ্ছেদ ৮৩	–	ভোটের গোপনীয়তা রক্ষায় কর্মকর্তাদের ব্যর্থতা
৯।	অনুচ্ছেদ ৮৪	–	সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রার্থীর পক্ষে-বিপক্ষে কাজ করা
১০।	অনুচ্ছেদ ৮৬	–	নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবান্বিত করার লক্ষ্যে সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সহায়তা দান
১১।	অনুচ্ছেদ ৬৩ (১)(সি)	–	দুর্নীতিমূলক কাজ বা অবৈধ কাজের দ্বারা নির্বাচণী ফলাফল হাসিল করা হয়েছে বা ঘটানো হয়েছে এই কারণে হাইকোট বিভাগ কর্তৃক নির্বাচন বাতিল
১২।	অনুচ্ছেদ ৬৩ (১)(ডি)	–	নির্বাচিত প্রার্থী বা তার নির্বাচনী এজেন্ট বা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পরস্পরে যোগসাজশে কোন দুর্নীতিমূলক বা অবৈধ কাজ করার কারণে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক নির্বাচন বাতিল
১৩।	অনুচ্ছেদ ৬৩ (১)(ই)	–	অনুমোদিত ব্যয়ের অধিক অর্থ খরচ করার কারণে হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক নির্বাচন বাতিল

ক্রমিক নম্বর

ফরম-১

[বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য
প্রার্থীর মনোনয়নপত্র

প্রথম খণ্ড : মনোনয়ন
প্রথম অংশ

(প্রস্তাবকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

(১) আমি, _____

(প্রস্তাবকারীর নাম)

ভোটার নম্বর | | | | | | | | | | | | |

(প্রস্তাবকারীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর | | | | |

(ভোটার তালিকায় প্রস্তাবকারীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম _____

(প্রস্তাবকারীর ভোটার এলাকার নাম)

উপজেলা/থানার নাম _____

(প্রস্তাবকারীর উপজেলা/থানার নাম)

পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড/ইউনিয়নের নাম _____ এতদ্বারা

(প্রস্তাবকারীর পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড/ইউনিয়নের নাম)

_____ নির্বাচনি এলাকা হইতে জাতীয় সংসদ

(নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম)

নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে _____ ,

(প্রার্থীর নাম)

_____ ,

(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর | | | | | | | | | | | | | এর নাম প্রস্তাব করিতেছি।

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

(২) আমি এতদ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আমি প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীরূপে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষরদান করি নাই।

তারিখ | | দিন | | মাস | | | | | বছর

_____

প্রস্তাবকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

দ্বিতীয় অংশ

(সমর্থনকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

(১) আমি, _____

(সমর্থনকারীর নাম)

ভোটার নম্বর | | | | | | | | | | | | |

(সমর্থনকারীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর | | | | |

(ভোটার তালিকায় সমর্থনকারীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম _____

(সমর্থনকারীর ভোটার এলাকার নাম)

উপজেলা/থানার নাম _____

(সমর্থনকারীর উপজেলা/থানার নাম)

পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড/ইউনিয়নের নাম _____ এতদ্বারা

(সমর্থনকারীর পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড/ইউনিয়নের নাম)

_____ নির্বাচনী এলাকা হইতে জাতীয় সংসদ

(নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম)

নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে _____ ,

(প্রার্থীর নাম)

_____ ,

(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর | | | | | | | | | | | | | এর মনোনয়ন সমর্থন করিতেছি।

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

(২) আমি এতদ্বারা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, আমি প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারীরূপে অন্য কোন মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষরদান করি নাই।

তারিখ : | | দিন | | মাস | | | | | বৎসর

_____

সমর্থনকারীর স্বাক্ষর/টিপসহি

তৃতীয় অংশ

(মনোনীত প্রার্থী কর্তৃক ঘোষণা)

আমি, _____

(প্রার্থীর নাম)

জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর | | | | | | | | | | | | | | | | |

পিতা/স্বামীর নাম _____

মাতার নাম _____

ঠিকানা _____

(প্রার্থীর ঠিকানা)

ভোটার নম্বর | | | | | | | | | | | |

(প্রার্থীর ভোটার নম্বর)

ক্রমিক নম্বর | | | |

(ভোটার তালিকায় প্রার্থীর ক্রমিক নম্বর)

ভোটার এলাকার নাম _____

(প্রার্থী যে এলাকার ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্ত সেই ভোটার এলাকার নাম)

পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড/ইউনিয়নের নাম _____

(প্রার্থী যে ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্ত তদসঙ্গ্লিষ্ট পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড/ইউনিয়নের নাম)

উপজেলা/থানার নাম _____

(প্রার্থী যে ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্ত তদসংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানার নাম)

জেলার নাম _____

(প্রার্থী যে এলাকার ভোটার তালিকায় তালিকাভুক্ত তদসংশ্লিষ্ট জেলার নাম)

(১) এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, আমি–

(ক) উপরোক্ত মনোনয়নে সম্মতি প্রদান করিয়াছি এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৬(১) অনুযায়ী সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইবার যোগ্য।

(খ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৬(২) এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১২ অনুযায়ী সদস্যরূপে নির্বাচিত হইবার বা থাকিবার জন্য অযোগ্য নই।

(গ) তিনটির অধিক নির্বাচনী এলাকার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করি নাই।

(২) আমি মনোনয়নপত্রের সহিত নির্ধারিত ফরমে হলফনামা সংযুক্ত করিলাম।

(৩) আমার নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহ করিবার জন্য অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী ফরম-২০ এ এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

(৪) নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যাংক একাউন্ট নম্বর [ ] ও ব্যাংকের নাম [ ]

(৫) (ক) আমার টিআইএন নম্বর–

এবং আমার সম্পদ বিবরণী সম্বলিত সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ সংক্রান্ত কাগজপত্র এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করিলাম।

(খ) আমার সম্পদ ও দায় এবং বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী ফরম-২১ এ সংযুক্ত করিলাম। সেই সাথে আমার সম্পদ বিবরণী সম্বলিত সর্বশেষ রিটার্নের কপি দাখিল করিলাম এবং যেহেতু আমি আয়কর দাতা সেহেতু কর পরিশোধের প্রমাণপত্রের কপি এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

(৬) (ক) আমি,			রাজনৈতিক দলের প্রার্থী

আমার সপক্ষে রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

অথবা

(খ) আমি, স্বতন্ত্র প্রার্থী উহার সপক্ষে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১২(৩এ) অনুযায়ী দলিলাদি এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

(৭) বিধি-৪(২) অনুসারে জামানত হিসাবে জমাকৃত ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার/ট্রেজারী চালান/রশিদ এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

তারিখ : [ ][ ] দিন [ ][ ] মাস [ ][ ][ ][ ] বৎসর [ ]

মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

চতুর্থ অংশ

(স্বতন্ত্র প্রার্থী কর্তৃক পূরণীয়)

প্রথম ভাগ

(ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদের কোন নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন এমন প্রার্থী কর্তৃক পূরণীয়)

আমি, _____ এতদ্বারা

(প্রার্থীর নাম)

ঘোষণা করিতেছি যে, ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত ____ জাতীয় সংসদের নির্বাচনে _____

(নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম)

নির্বাচনী এলাকা হইতে সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছিলাম।

তারিখ : ____ ____ দিন ____ ____ মাস ____ ____ ____ ____ বৎসর _____

মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

অথবা

দ্বিতীয় ভাগ

(ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদের কোন নির্বাচনে সংসদসদস্য নির্বাচিত হননি এমন প্রার্থী কর্তৃক পূরণীয়)

আমি, _____

(প্রার্থীর নাম)

এতদ্‌সঙ্গে আমার নির্বাচনী এলাকা _____ এর এক শতাংশ ভোটারের

(নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম)

সমর্থন সম্বলিত স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা সংযুক্ত করিলাম।

২। আমি আরও ঘোষণা করিতেছি যে, সংযুক্ত তালিকায় প্রদত্ত সকল স্বাক্ষর ভোটারগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া প্রদান করিয়াছেন এবং স্বাক্ষর প্রদানকারী সকলের নাম ভোটার তালিকায় নিবন্ধিত হইয়াছে।

তারিখ : ____ ____ দিন ____ ____ মাস ____ ____ ____ ____ বৎসর _____

মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

* দলীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে এই অংশ পূরণ করিবার প্রয়োজন নাই।

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি

প্রার্থীর ছবি

(এখানে সদ্য তোলা প্রার্থীর রঙিন পাসপোর্ট সাইজের এক কপি সত্যায়িত ছবি লাগাইতে হইবে)

১। প্রার্থীর নাম :

২। জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর

৩। পিতার নাম :

৪। মাতার নাম :

৫। স্বামী/স্ত্রীর নাম :

৬। জন্ম তারিখ : দিন মাস বৎসর

৭। বয়স : বৎসর মাস দিন

৮। জন্মস্থান :

(জেলার নাম)

৯। ঠিকানা :

(ক) স্থায়ী :

(খ) বর্তমান :

১০। তাৎক্ষণিক যোগাযোগ ঃ

টেলিফোন নম্বর :

মোবাইল নম্বর :

ই মেইল ঠিকানা :

১১। লিঙ্গ (টিক ☑ চিহ্ন দিন) : পুরুষ ☐ মহিলা ☐ হিজড়া ☐

১২। বৈবাহিক অবস্থা : অবিবাহিত ☐ বিবাহিত ☐ বিপত্নীক ☐ বিধবা ☐ তালাকপ্রাপ্ত ☐

১৩। পেশা :

১৪। বর্তমান কর্মস্থল :

(ক) কর্মস্থলের নাম :

(খ) কর্মস্থলের ঠিকানা :

১৫। স্বামী/স্ত্রীর পেশা :

১৬। সন্তানাদি সংক্রান্ত তথ্য :

(সন্তানাদির সংখ্যা ও তাহাদের তথ্যাদি নিম্নোক্ত ছকে পূরণ করিতে হইবে)

ক্রমিক	সন্তানের নাম	জন্ম তারিখ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পেশা ও কর্মস্থল/প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা	বৈবাহিক অবস্থা

তারিখ : ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

(বিঃ দ্রঃ প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে)

তৃতীয় খণ্ড

(রিটার্নিং অফিসার অথবা সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

এই মর্মে মনোনয়নপত্রটি প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী _____

(প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারীর নাম)

কর্তৃক _____ তারিখ _____ ঘটিকায়

আমার অফিসে আমার নিকট দাখিল করা হয়।

তারিখ : ☐☐ দিন ☐☐ মাস ☐☐☐☐ বৎসর

_____

রিটার্নিং অফিসার

অথবা

সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নাম ও স্বাক্ষর

চতুর্থ খণ্ড

মনোনয়ন গ্রহণ/বাতিল সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত

(বাছাই এর নির্ধারিত দিনে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলকরণ সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্ত)

আমি, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১৪ এর বিধান অনুসারে এই মনোনয়নপত্রটি পরীক্ষা করিলাম। পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে-

উপরে উল্লিখিত কারণে মনোনয়নপত্রটি গ্রহণ/বাতিল করিলাম।

তারিখ : | | | দিন | | | মাস | | | | | বৎসর

রিটার্নিং অফিসারের নাম ও স্বাক্ষর

*প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যেতে পারে।

পঞ্চম খণ্ড

প্রাপ্তি স্বীকার রশিদ ও বাছাই এর নোটিশ

(রিটার্নিং অফিসার অথবা সহকারী রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

মনোনয়নপত্রের ক্রমিক নম্বর

নির্বাচনী এলাকা হইতে জাতীয় সংসদ

(নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম)

নির্বাচনের জন্য প্রার্থী

(প্রার্থীর নাম)

এর মনোনয়নপত্রটি প্রার্থী/প্রস্তাবকারী/সমর্থনকারী কর্তৃক তারিখে ঘটিকায় আমার অফিসে আমার নিকট দাখিল করা হয়।

দাখিলকৃত সকল মনোনয়নপত্র তারিখ ঘটিকায়

এ বাছাই করা হইবে।

(স্থান)

তারিখ : দিন মাস বৎসর

রিটার্নিং অফিসার
অথবা
সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নাম ও স্বাক্ষর

সংযুক্তি-১

হলফনামা

(প্রার্থী কর্তৃক পূরণীয়)

আমি, _____

(প্রার্থীর নাম)

পিতা/স্বামীর নাম _____

মাতার নাম _____

ঠিকানা _____

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে _____

(নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম)

নির্বাচনী এলাকা হইতে প্রার্থীরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে ইচ্ছুক। আমি এই মর্মে শপথপূর্বক ঘোষণা করিতেছি যে,

১. আমার সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা _____ এবং সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি এতদ্‌সংগে সংযুক্ত করিলাম।

(উত্তীর্ণ পরী ার নাম)

২.ক. আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত নহি ☐ [প্রযোজ্য হলে টিক (✓) চিহ্ন দিন]

অথবা

২.খ. আমি বর্তমানে ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত এবং উহার বি স্তারিত বিবরণ :

ক্রমিক নম্বর	যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে	যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে	মামলা নম্বর	মামলার বর্তমান অবস্থা
১				
২				
৩				

৩.ক. অতীতে আমার বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয় নাই ☐ [প্রযোজ্য হলে টিক (✓) চিহ্ন দিন]

অথবা

৩.খ. অতীতে আমার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ফৌজদারী মামলা বা মামলাসমূহ এবং উহার ফলাফলের বিবরণ :

ক্রমিক	যে আইন ও আইনের ধারায় মামলা দায়ের করা হইয়াছে	যে আদালত মামলাটি আমলে নিয়াছে	মামলা নম্বর	মামলার ফলাফল
১				
২				
৩				

৪। আমার পেশার বিবরণী :

৫. আমার এবং আমার উপর নির্ভরশীলদের আয়ের উৎস/উৎসসমূহ :

ক্রমিক	আয়ের উৎসের বিবরণ	এই খাত হইতে প্রার্থীর বাৎসরিক আয়	প্রার্থীর ওপর নির্ভরশীলদের আয়
১	কৃষিখাত		
২	বাড়ি/এপার্টমেন্ট/দোকান বা অন্যান্য ভাড়া		
৩	ব্যবসা		
৪	শেয়ার, সঞ্চয়পত্র/ব্যাংক আমানত		
৫	পেশা (শিক্ষকতা, চিকিৎসা, আইন, পরামর্শক ইত্যাদি)		
৬	চাকুরী		
৭	অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া)		

৬. আমার, আমার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের এবং আমার স্ত্রী/স্বামীর পরিসম্পদ এবং দায়ের বিবরণী :

(ক) **অস্থাবর সম্পদ**

ক্রমিক	মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখে সম্পদের ধরণ	নিজ নামে	স্ত্রী/স্বামীর নামে	নির্ভরশীলের নামে
১	নগদ টাকা			
২	বৈদেশিক মুদ্রা (মুদ্রার নামসহ)			
৩	ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে জমাকৃত অর্থের পরিমাণ			
৪	বন্ড, ঋণপত্র, স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত ও তালিকাভুক্ত নয় কোম্পানীর শেয়ার (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ)			
৫	পোস্টাল, সেভিংস সার্টিফিকেটসহ বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয়পত্রে বা স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ			
৬	বাস, ট্রাক, মটরগাড়ী ও মটরসাইকেল ইত্যাদির বিবরণী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ)			
৭	স্বর্ণ ও অন্যান্য মূল্যবান ধাতু ও পাথর নির্মিত অলংকারাদি (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ)			
৮	ইলেকট্রনিক সামগ্রী (পরিমাণ, অর্জনকালীন সময়ের মূল্যসহ)			
৯	আসবাবপত্রের বিবরণী মূল্যসহ			
১০	অন্যান্য			

(নির্ভরশীলদের সংখ্যা অধিক হইলে অতিরিক্ত কাগজে তথ্য প্রদান ক রিতে হইবে)

(খ) **স্থাবর সম্পদ**

ক্রমিক	সম্পদের বিবরণ	নিজ নামে	স্ত্রী/স্বামীর নামে	নির্ভরশীল নামে	যৌথ মালিকানা	যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে প্রার্থীর অংশ
১	কৃষি জমির পরিমাণ ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য					
২	অকৃষি জমি ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য					
৩	দালান (আবাসিক বা বাণিজ্যিক) সংখ্যা, অবস্থান ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য					
৪	বাড়ি/এপার্টমেন্ট সংখ্যা ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য					
৫	চা বাগান, রাবার বাগান, মৎস্য খামার ইত্যাদির সংখ্যা ও অর্জনকালীন সময়ে আর্থিক মূল্য					
৬	অন্যান্য (বিস্তারিত বিবরণ অর্জনকালীন মূল্যসহ)					

(নির্ভরশীলদের সংখ্যা অধিক হইলে অতিরিক্ত কাগজে তথ্য প্রদান করিতে হইবে)

(গ) **দায়**

দায়সমূহের প্রকৃতি ও বর্ণনা	পরিমাণ
১	২

(পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী দাখিল করিতে প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে)

৭.ক. আমি ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হই নাই ☐ [প্রযোজ্য হলে টিক (✓) চিহ্ন দিন]

অথবা

৭.খ. আমি ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলাম। নির্বাচনের পূর্বে আমার দ্বারা ভোটারদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহ এবং উহার কি পরিমাণ অর্জন সম্ভব হইয়াছিল তাহার বিবরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) :

ক্রমিক	প্রতিশ্রুতিসমূহ	অর্জনসমূহ
১		
২		
৩		
৪		

৮. **ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী** : (অপ্রয়োজনীয় অংশ কাটিয়া দিন)

(ক) আমি একক বা যৌথভাবে বা আমার উপর নির্ভরশীল কোন সদস্য অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে আমি কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে কোন ঋণ গ্রহণ করি নাই।

অথবা

(খ) আমি আমার একক বা যৌথভাবে বা আমার উপর নির্ভরশীল কোন সদস্য অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে সব ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করিলাম :

ঋণের ধরণ	ব্যাংক/প্রতিষ্ঠানের নাম	ঋণের পরিমাণ	খেলাপী ঋণের পরিমাণ (যদি থাকে)	পুনঃতফসিলি করা হইয়া থাকিলে উহার সর্বশেষ তারিখ
একক				
যৌথ				
নির্ভরশীল ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ				
কোন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে				

আমি শপথপূর্বক আরও বলিতেছি যে, এই হলফনামায় প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য এবং এতদ্‌সঙ্গে দাখিলকৃত সকল দলিল দস্তাবেজ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সম্পূর্ণ সত্য ও নির্ভুল।

তারিখ : | | | দিন | | | মাস | | | | | বৎসর

মনোনীত প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

এতদ্বারা জনাব/বেগম

(প্রার্থীর নাম)

পিতা/স্বামীর নাম :

মাতার নাম :

ঠিকানা :

যিনি জনাব/বেগম :

(সনাক্তকারীর নাম)

ঠিকানা :

এর মাধ্যমে সনাক্ত হইয়া অদ্য তারিখে আমার সম্মুখে শপথপূর্বক উপরে বর্ণিত এই হলফনামা প্রদান করিয়াছেন।

তারিখ : | | | দিন | | | মাস | | | | | বৎসর

ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিকের স্বাক্ষর

সংযুক্তি-২

(দলের মনোনয়ন)

(এই নমুনায় দলের নিজস্ব প্যাডে পৃথকভাবে প্রদান করিতে হইবে)

(১) আমি, _____

_____

(পদবী, দলের নাম)

_____ এতদ্বারা নির্বাচনী এলাকা _____

(দলের নিবন্ধন নম্বর) (নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম)

হইতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য প্রার্থীরূপে _____

(প্রার্থীর নাম)

ভোটার নম্বর | | | | | | | | | | | | | কে

দলের মনোনয়ন প্রদান করিতেছি।

তারিখ : | | দিন | | | মাস | | | | | বৎসর

_____

দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক/মহাসচিব
অথবা
সমমর্যাদাধারী কার্যনির্বাহকের
নাম, স্বাক্ষর ও সীলমোহর

* স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষেত্রে এই সংযুক্তির প্রয়োজন নাই।

সংযুক্তি-৩

এক শতাংশ ভোটারের সমর্থনযুক্ত তালিকা

স্বতন্ত্র প্রার্থীর নাম :

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম :

মোট ভোটার সংখ্যা :

এক শতাংশ ভোটারের সংখ্যা :

ক্রমিক	ভোটারের নাম	বর্তমান ঠিকানা ও টেলিফোন/মোবাইল ফোন (যদি থাকে)	ভোটার নম্বর	ভোটারের স্বাক্ষর বা টিপসহি
১	২	৩	৪	৫

তারিখ : দিন মাস বৎসর

প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

১। এই নমুনায় অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করিতে হইবে।
২। এই ক্রমিক নম্বর ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।
৩। প্রতি পৃষ্ঠায় প্রার্থীর অনুস্বাক্ষর ও শেষ পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর প্রদান করিতে হইবে।

ফরম-২০

[বিধি ২৯(১) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম	
প্রার্থীর নাম	
প্রার্থীর ঠিকানা	

ক অংশ : নিজ আয় হইতে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	আয়ের উৎস

খ অংশ : আত্মীয়-স্বজন হইতে ধার বা কর্জ বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	আত্মীয়-স্বজনের নাম	আত্মীয়-স্বজনের ঠিকানা	সম্পর্ক	আত্মীয়-স্বজনের আয়ের উৎস

গ অংশ : আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রদত্ত দান হিসাবে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	আত্মীয়-স্বজনের নাম	আত্মীয়-স্বজনের ঠিকানা	সম্পর্ক	আত্মীয়-স্বজনের আয়ের উৎস

ঘ অংশ : আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে ধার বা কর্জ বাবদ প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	ব্যক্তির নাম	ব্যক্তির ঠিকানা

ঙ অংশ : আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান হিসাবে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	ব্যক্তির নাম	ব্যক্তির ঠিকানা

চ অংশ : ক, খ, গ, ঘ এবং ঙ অংশে উল্লিখিত উৎস ব্যতীত অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্য সম্ভাব্য অর্থ

সম্ভাব্য অর্থের পরিমাণ	ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	আয়ের উৎস

তারিখ : | | | দিন | | | মাস | | | | বৎসর

প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি

ফরম-২১

[বিধি ২৯(২) দ্রষ্টব্য]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন
সম্পদ ও দায় এবং বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী

নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম :

প্রার্থীর নাম :

প্রার্থীর ঠিকানা

অংশ ক-সম্পদ

শ্রেণী ক-গৃহ সম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তি

মোট পরিমাণ	অবস্থান	আনুমানিক মূল্য
১	২	৩

শ্রেণী খ-গৃহ সম্পত্তি

গৃহের প্রকৃতি ও সংখ্যা	অবস্থান	আনুমানিক মূল্য
১	২	৩

শ্রেণী গ-অন্যান্য সম্পদ

অন্যান্য সম্পদ, যথা-সিকিউরিটি, বন্ড, ব্যাংকের আমানত ইত্যাদি	আনুমানিক মূল্য
১	২

অংশ খ-দায়সমূহ

দায়সমূহের প্রকৃতি ও বর্ণনা	পরিমাণ
১	২

অংশ গ-বাৎসরিক আয় ও ব্যয়

মোট আনুমানিক বাৎসরিক আয়	মোট আনুমানিক বাৎসরিক ব্যয়
১	২

তারিখ : দিন মাস বৎসর

প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিসহি

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র পূরণের নির্দেশিকা

আপনি কি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে চান ? তাহলে প্রথমেই ভোটার তালিকায় আপনার ভোটার নম্বর, ক্রমিক নম্বর ও ভোটার এলাকা সংক্রান্ত তথ্য জেনে নিন। সেই সাথে আপনি আপনার প্রস্তাবকারী এবং সমর্থনকারী যা হবেন তাঁদের ভোটার নম্বার ও ভোটার এলাকার নাম সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নেবেন। নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মনোনয়ন ফরম পূরণ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার অথবা সহকা রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করতে হবে। এ নির্দেশিকা মনোনয়ন ফরমের নমুনার সাথে মিলিয়ে দেখুন। মনোনয়ন ফরম কিভাবে পূরণ করতে হবে। ফরমের সাথে সঙ্গতি রেখে ধারবাহিকভাবে নিম্নে তার বিবরণ দেয়া হলো ঃ

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে নমুনা হিসেবে প্রার্থীর মনোনয়ন পরম (ফরম নং-১) পূরণের বিবরণ দেয়া হলো :

প্রথম অংশ : এ অংশ প্রস্তাবকারী কর্তৃক পূরণ করতে হবে।

- প্রস্তাবকারীর নামের ঘরে প্রস্তাবকারীর নাম ভোটার তালিকায় যেভাবে লেখা রয়েছে স্পষ্ট করে সেভাবে লিখতে হবে।
- ভোটার নম্বরের ঘরে ভোটার নম্বর (১২ অংক বিশিষ্ট) উল্লেখ করতে হবে।
- ক্রমিক নম্বরের ঘরে ভোটার তালিকার সংশ্লিষ্ট এলাকার ৪ অংকবিশিষ্ট ক্রমিক নম্বর উল্লেখ করতে হবে।
- ভোটার এলাকার নাম, উপজেলা/থানার নাম, পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড/ইউনিয়নের নাম এবং নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম সঠিকভাবে উল্লেখ করতে হবে।
- প্রার্থীর নামের ঘরে প্রার্থীর নাম সঠিকভাবে ও স্পস্ট করে লিখতে হবে।
- প্রার্থীর ঠিকানা সঠিকভাবে লিখতে হবে।
- প্রার্থীর ভোটার নম্বর (১২ অংক বিশিষ্ট) নির্ভুলভাবে লিখতে হবে।
- প্রস্তাবকারী শিক্ষিত হলে স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে, অন্যথায় টিপসহি দিতে হবে এবং স্বাক্ষর প্রদানের তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

দ্বিতীয় অংশ : এ অংশ সমর্থনকারী কর্তৃক পূরণ করতে হবে।

- প্রস্তাবকারীর অনুরূপভাবে দ্বিতীয় অংশ সমর্থনকারী কর্তৃক পূরণ করতে হবে।

তৃতীয় অংশ : এ অংশ মনোনীত প্রার্থী কর্তৃক পূরণ করতে হবে এবং সে সাথে মনোনীত প্রার্থী কর্তৃক ঘোষণাও প্রদান করতে হবে।

- প্রার্থীর নামের ঘরে প্রার্থীর নাম সঠিকভাবে ও স্পষ্ট করে সেভাবে লিখতে হবে।
- জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর-এর ঘরে প্রার্থীর জাতীয় পরিচয়পত্রের ১০/১৩/১৭ অংকবিশিষ্ট নম্বর নির্ভুলভাবে লিখতে হবে।

O পিতা/স্বামীর নাম এর ঘরে প্রার্থী পুরুষ বা অবিবাহিত মহিলা হলে পিতার নাম এবং বিবাহিত মহিলা হলে স্বামীর নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে। মাতার নাম এর ঘরে প্রার্থীর মাতার নাম স্পস্টভাবে লিখতে হবে।

O ঠিকানা ঘরে প্রার্থী যে এলাকায় বসবাস করেন সে ঠিকানা বিস্তারিতভাবে লিখতে হবে।

O ভোটার নম্বরের ঘরে ভোটার নম্বর (১২ অংক বিশিষ্ট) উল্লেখ করতে হবে।

O ক্রমিক নম্বরের ঘরে ভোটার তালিকার সংশ্লিষ্ট এলাকার ৪ অংক বিশিষ্ট ক্রমিক নম্বর উলেখ করতে হবে।

O ভোটার এলাকার নাম, পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড/ইউনিয়নের নাম ও উপজেলা/থানা ও জেলার নাম পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।

(১) এছাড়াও এ অংশে নিম্নোক্ত ঘোষণাসমূহ প্রদান করতে হবেঃ

(ক) প্রস্তাবক/সমর্থক কর্তৃক আপনাকে মনোনয়নে আপনার সম্মতি প্রদান এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৬ (১) অনুযায়ী নির্বাচিত হবার যোগ্যতা সম্পর্কে আপনার ঘোষণা। চেকলিস্ট পূরণ করে নিশ্চিত হয়ে নিন।

(খ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৬(২) এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ (২০০৮ সালে সংশোধিত) এর ১২(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাচিত হবার বা থাকার যোগ্যতা সম্পর্কে ঘোষণা। চেকলিষ্ট পূরণ করে নিশ্চিত হয়ে নিন ।

(গ) তিনটির অধিক নির্বাচনী এলাকার জন্য মনোনয়নপত্র দাখিল করেননি মর্মে ঘোষণা দিতে হবে।

(২) নির্ধারিত ফরমে হলফনামা সংযুক্ত করার প্রত্যয়ন প্রদান করতে হবে।

(৩) নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহ করার জন্য অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী সংযুক্ত (ফরম-২০) করার প্রত্যয়ন করতে হবে । এ ফরম মনোনয়নপত্রের সাথে আপনাকে প্রদান করা হবে।

(৪) নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য তফসিলি ব্যাংকে আপনার একটি একাউন্ট খুলতে হবে এবং সে একাউন্ট নম্বর ফরমে উলেখ করতে হবে। (মনে রাখবেন, যেহেতু মনোনয়ন ফরমে হিসাব নম্বর দিতে হবে সেহেতু এ ব্যাংক একাউন্ট মনোনয়নপত্র দাখিলের পূর্বেই খুলতে হবে এবং আপনার বা আপনার নির্বাচনী এজেন্টের নামে পরিচালনা করতে হবে। এ ব্যাংক হিসাব থেকে আপনার সকল নির্বাচনী ব্যয় সম্পাদন করতে হবে।)

(৫) (ক) মনোনয়নপত্র দাখিলকারীর TIN নম্বর প্রদান করে সম্পদ বিবরণী সম্বলিত সর্বশেষ দাখিলকৃত আয়কর রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ সংক্রান্ত কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে।

(খ) সম্পদ ও দায় এবং বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী (ফরম-২১) দাখিল করতে হবে। এগুলো সংগ্রহের জন্য আগেই ব্যবস্থা নেয়া সমীচীন হবে।

(৬) আপনি কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হলে দলের নাম লিখতে হবে এবং এর সপক্ষে রাজনৈতিক দলের মনোনয়ন সংযুক্ত করার প্রত্যয়ন করতে হবে। আপনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হলে ফরমের চতুর্থ অংশ পূরণ করতে হবে। ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত না হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার এক শতাংশ স্বাক্ষর সম্বলিত তালিকা জমা দেয়ার প্রত্যয়ন করতে হবে।

(৭) জামানত হিসেবে জমাকৃত অর্থের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার/ট্রেজারি চালান/রশিদ সংযুক্ত করার প্রত্যয়ন করতে হবে।

O প্রার্থী শিক্ষিত হলে স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে নতুবা টিপসহি দিতে হবে এবং তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

চতুর্থ অংশ: স্বতন্ত্র প্রার্থী কর্তৃক পূরণীয় :

প্রথম ভাগঃ ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদের কোন নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন এমন প্রার্থী কর্তৃক পূরণ করতে হবে। প্রার্থীর নামের ঘরে প্রার্থীর নাম সঠিক ও স্পষ্টভাবে লিখতে হবে। ইতিপূর্বে যে সংসদের নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছিলেন তা উল্লেখ করতে হবে এবং নির্বাচনী এলাকার নাম ও নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

O প্রার্থী শিক্ষিত হলে স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে নতুবা টিপসহি দিতে হবে এবং তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

দ্বিতীয় ভাগ: ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদের কোন নির্বাচনে নির্বাচিত হননি এমন স্বতন্ত্র প্রার্থী কর্তৃকপূরণ করতে হবে।

প্রার্থীর নামের ঘরে ভোটার তালিকায় প্রার্থীর নাম যেভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সেভাবে লিখতে হবে। সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার এক শতাংশ স্বাক্ষর সম্বলিত তালিকা জমা দেয়ার প্রত্যয়ন করতে হবে। সকল ভোটার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে স্বাক্ষর প্রদান করেছেন এবং স্বাক্ষর প্রদানকারী সকলের নাম ভোটার তালিকায় নিবন্ধিত হয়েছে মর্মে ঘোষণা দিতে হবে।

O প্রার্থী শিক্ষিত হলে স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে নতুবা টিপসহি দিতে হবে এবং তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রার্থীর ব্যক্তিগত তথ্যাদি প্রদান করতে হবে।

O প্রার্থীর সদ্য তোলা এক কপি সত্যায়িত রঙ্গিন পাসপোর্ট সাইজের ছবি নির্ধারিত ঘরে গাম/আইকা দিয়ে লাগাতে হবে।

ক্রমিক নম্বর ১। প্রার্থীর নাম ভোটার তালিকায় যেভাবে লিপিবদ্ধ সেভাবে স্পষ্ট করে লিখতে হবে।

ক্রমিক নম্বর ২। জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) নম্বর এর ঘরে প্রার্থীর জাতীয় পরিচয়পত্রের ১০/১৩/১৭ অংক বিশিষ্ট নম্বর নির্ভুলভাবে লিখতে হবে।

ক্রমিক নম্বর ৩। প্রার্থীর পিতার নাম পরিষ্কারভাবে লিখতে হবে।

ক্রমিক নম্বর ৪। প্রার্থীর মাতার নাম পরিষ্কারভাবে লিখতে হবে।

ক্রমিক নম্বর ৫। স্বামী/স্ত্রীর নাম (বিবাহিত প্রার্থীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য), প্রার্থী পুরুষ হলে স্ত্রীর নাম এবং মহিলা হলে স্বামীর নাম লিখতে হবে এবং প্রার্থী অবিবাহিত হলে এ ঘরে প্রযোজ্য নয় লিখতে হবে।

ক্রমিক নম্বর ৬। জন্ম তারিখের ঘরে দিন, মাস ও বছর লিখতে হবে। উদাহরণ হিসেবে কারো জন্ম তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ হলে নিম্নরূপভাবে পূরণ করতে হবে (জাতীয় পরিচয়পত্রে উল্লিখিত তারিখ)

২	৫	দিন	০	৯	মাস	১	৯	৫	৮	বৎসর

ক্রমিক নম্বর ৭। বয়সের ঘরে মনোনয়নপত্র দাখিলের তারিখে বয়স উল্লেখ করতে হবে। যদি মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার তারিখ হয় ২০ নভেম্বর, ২০১৩ এবং জন্ম তারিখ হয় ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ তবে বয়স হবে স্বিরূপ :

৫	৫	বছর	০	৯	মাস	২	৫	দিন

ক্রমিক নম্বর ৮। জন্মস্থানের ঘরে যে জেলায় জন্ম সেই জেলার নাম লিখতে হবে।

ক্রমিক নম্বর ৯। ঠিকানার ঘরে (ক) স্থায়ী এবং (খ) বর্তমান ঠিকানা বিস্তারিতভাবে যেমন গ্রাম, ডাকঘর, উপজেলা, জেলা পরিষ্কার করে লিখতে হবে।

ক্রমিক নম্বর ১০। তাৎক্ষণিক যোগাযোগের জন্য টেলিফোন নম্বর, মোবাইল নম্বর ও ই-মেইল ঠিকানা (যদি থাকে) দিতে হবে।

ক্রমিক নম্বর ১১। পুরুষ/মহিলা এর নির্ধারিত ঘরে সঠিকভাবে টিক (√) দিতে হবে।

ক্রমিক নম্বর ১২। বৈবাহিক অবস্থার নির্ধারিত ঘরে সঠিকভাবে টিক (√) দিতে হবে।

ক্রমিক নম্বর ১৩। পেশার ঘরে সুনির্দিষ্টভাবে পেশা উল্লেখ করতে হবে। একাধিক পেশা যেমন ব্যবসা/চাকুরি থাকলে সেগুলোর বর্ণনা দিতে হবে।

ক্রমিক নম্বর ১৪। প্রার্থীর বর্তমান কর্মস্থলের নাম ও ঠিকানা পরিস্কারভাবে লিখতে হবে।

ক্রমিক নম্বর ১৫। স্বামী/স্ত্রীর পেশা উল্লেখ করতে হবে।

ক্রমিক নম্বর ১৬। সন্তান সংক্রান্ত তথ্যাদি নির্ধারিত ছকে প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাবে।

- প্রার্থী শিক্ষিত হলে স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে নতুবা টিপসহি দিতে হবে এবং তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

তৃতীয় খণ্ড

এ খণ্ড রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসার পূরণ করবেন, প্রার্থীর করণীয় কিছু নেই।

- মনোনয়নপত্রটি প্রার্থী বা প্রস্তাবকারী বা সমর্থনকারী, যিনি দাখিল করেছেন তাঁর নাম লিখতে হবে।
- মনোনয়নপত্রটি দাখিলের তারিখ ও সময় উল্লেখ করতে হবে।
- রিটার্নিং অফিসার অথবা সহকারী রিটার্নিং অফিসার যার নিকট মনোনয়নপত্রটি দাখিল করা হয়েছে তার স্বাক্ষর ও তারিখ দিতে হবে।

চতুর্থ খণ্ড

এ খণ্ড রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণ করবেন, প্রার্থীর করণীয় কিছু নেই।

- গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১৪ এর বিধান অনুসারে এ মনোনয়নপত্রটি বাছাই করতে হবে।
- বাছাই এর নির্ধারিত দিনে মনোনয়নপত্র গ্রহণ বা বাতিলকরণ সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- রিটার্নিং অফিসারের নামসহ স্বাক্ষর ও তারিখ দিতে হবে।

পঞ্চম খন্ড

এ খন্ড রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসার পূরণ করে প্রাপ্তি স্বীকার রশিদ প্রার্থীকে প্রদান করবেন। এ রশিদে প্রার্থীর মনোনয়নপত্র কখন কোন স্থানে কোন তারিখে বাছাই করা হবে উল্লেখ থাকবে। প্রার্থীকে প্রাপ্তি রশিদটি সংরক্ষণ করতে হবে।

এ খন্ডে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পূরণ করবেন :

- মনোনয়নপত্রের ক্রমিক নম্বর
- নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম
- প্রার্থীর নাম
- প্রার্থী, প্রস্তাবকারী, সমর্থনকারী যার কর্তৃক মনোনয়নপত্রটি দাখিল করা হয়েছে তার উপর টিক ($\surd$) চিহ্ন প্রদান করে দাখিলের তারিখ ও সময় উল্লেখ করতে হবে।
- মনোনয়নপত্রটি বাছাইয়ের তারিখ, সময় ও স্থান উল্লেখ করতে হবে।
- রিটার্নিং অফিসার অথবা সহকারী রিটার্নিং অফিসারের নামসহ স্বাক্ষর ও তারিখ দিয়ে প্রার্থীকে দেবেন (সিলমোহরও দিতে পারেন)

সংযুক্তি-১ : হলফনামা

প্রার্থী কর্তৃক পূরণ করতে হবে। এটি মনোনয়নপত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নির্বাচন কমিশন এ তথ্য যথাযথ পূরণের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। ভুল বা অসম্পূর্ণ তথ্য দিলে আপনার মনোনয়নপত্র গৃহীত হবে না । হলফনামার বিভিন্ন অংশের মধ্যে বা হলফনামার সাথে অন্য দলিলের (যেমন আয়কর রিটার্ন) অসংগতি থাকলে হলফনামা গ্রহণযোগ্য হবে না। কাজেই এ বিষয়ে যত্নবান হতে হবে। হলফনামায় প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি, পেশা, আয়ের উৎস, নিজের ও নিভরশীলদের সম্পদের বিবরণী ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান করতে হবে। উল্লেখ্য যে, হলফনামায় প্রদানকৃত তথ্য ভোটারদের জানানো হবে। আরো উল্লেখ্য যে, দাখিলকৃত তথ্যাদি যাচাই বাছাইয়ের সময় বা পরবর্তীতে যদি কোন অসঙ্গতি/অসত্য তথ্য ধরা পড়ে তাহলে বিধি মোতাবেক মনোনয়নপত্র বাতিল বা প্রার্থিতা বাতিল বা প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা নেয়া হতে পারে।

এটি এফিডেভিট এবং নোটারি পাবলিক/ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে প্রত্যয়ন করতে হবে। একবার ঘোষণা দেয়ার পর এ তথ্য পরিবর্তন করা যাবে না, কোনরূপ ঘষা-মাজা করা যাবে না ।

- হলফনামার শুরুতে প্রার্থীর নাম, পিতা/স্বামীর নাম, মাতার নাম, ঠিকানা ও নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম উল্লেখ করতে হবে।
- সংযুক্ত নমুনা অনুযায়ী যথাযথভাবে প্রতিটি ঘর পূরণ করতে হবে, কোন ঘর খালি রাখা যাবে না প্রযোজ্য না হলে প্রযোজ্য নয় লিখতে হবে অথবা কেটে দিতে হবে।

ক্রমিক ১। শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেটসহ উত্তীর্ণ পরীক্ষার নাম। কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলে নিরক্ষর, স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন, অষ্টম শ্রেণী পাশ ইত্যাদি লিখতে হবে।

ক্রমিক ২। বর্তমানে ফৌজদারী মামলা থাকলে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি উল্লেখ করতে হবে। যে মামলাই থাকুক এবং যে অবস্থাতেই থাকুক সঠিক ও সার্বিক তথ্য দিতে হবে।

ক্রমিক ৩। অতীতে ফৌজদারী মামলা হয়ে থাকলে নির্ধারিত ছক অনুযায়ী এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি উল্লেখ করতে হবে ।

ক্রমিক ৪। প্রার্থীর পেশার বিবরণী উল্লেখ করতে হবে (বিস্তারিতভাবে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/কর্মস্থলের নাম, ঠিকানা প্রদান করতে হবে)। একাধিক ব্যবসা থাকলে তাও উল্লেখ করতে হবে।

ক্রমিক ৫। প্রার্থী এবং প্রার্থীর উপর নির্ভরশীলদের আয়ের উৎসসমূহের বিস্তারিত বিবরণ নির্ধারিত ছক অনুযায়ী দিতে হবে।

ক্রমিক ৬। প্রার্থী তার নিজের নামে, স্বামী/স্ত্রীর নামে এবং তার উপর নির্ভরশীলদের নামে অস্থাবর, স্থাবর সম্পদ ও দায়ের বিবরণী নির্ধারিত ছক অনুযায়ী বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করতে হবে।

ক্রমিক ৭.ক. প্রার্থী কর্তৃক জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত না হয়ে থাকলে এই ঘরে টিক (√) দিতে হবে।

ক্রমিক ৭.খ. ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে থাকলে তাঁর দ্বারা ভোটারদেরকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং তার কি পরিমাণ অর্জন সম্ভব হয়েছিল তার বিবরণ লিখতে হবে।

ক্রমিক ৮. ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী

একক বা যৌথভাবে বা তার উপর নির্ভরশীল কোন সদস্য অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা ডিরেক্টর হওয়ার সুবাদে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে কোন ঋণগ্রহণ না করে থাকলে "খ" অংশ কেটে দিতে হবে । ঋণ গ্রহণ করে থাকলে 'ক' অংশ কেটে দিতে হবে এবং গৃহীত ঋণের পরিমাণ নির্ধারিত ছকে উল্লেখ করতে হবে। হলফনামায় প্রদত্ত যাবতীয় তথ্য ও দাখিলকৃত সকল দলিল, দস্তাবেজের সত্যতা ও নির্ভুল তা সম্পর্কে প্রত্যয়ন করতে হবে।

- এরপর প্রার্থীর স্বাক্ষর/টিপসহি প্রদান করতে হবে এবং তারিখ উল্লেখ করতে হবে।
- ম্যাজিস্ট্রেট বা নোটারি পাবলিকের স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে এবং তারিখ প্রদান করতে হবে।

সংযুক্তি-২ : দলের মনোনয়ন

রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রাজনৈতিক দলের নিজস্ব প্যাডে প্রদান করতে হবে। দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কার্যনির্বাহকের পদবী, দলের নাম, দলের নিবন্ধন নম্বর উল্লেখ করার পর প্রার্থীর নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম, প্রার্থীর নাম ও ভোটারের নম্বর উল্লেখ করতে হবে। দলের সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক/মহাসচিব অথবা সমমর্যাদাধারী কার্যনির্বাহকের নাম, স্বাক্ষর ও সিলমোহর প্রদান করতে হবে এবং তারিখ উল্লেখ করতে হবে।

সংযুক্তি-৩: এক শতাংশ ভোটারের সমর্থন সম্বলিত স্বাক্ষরযুক্ত তালিকা

যে সকল স্বতন্ত্র প্রার্থী ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হননি তাদের জন্য এ তালিকা প্রণয়ন করতে হবে। স্বতন্ত্র প্রার্থীর নাম, নির্বাচনী এলাকার নম্বর ও নাম, মোট ভোটার সংখ্যা, এক শতাংশ ভোটারের সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে। অতপর প্রদত্ত ছকে ক্রমিক, ভোটারের নাম, বর্তমান ঠিকানা ও টেলিফোন/মোবাইল ফোন (যদি থাকে), ভোটার নম্বর উল্লেখ করতে হবে এবং ভোটারের স্বাক্ষর বা টিপসহি গ্রহণ করতে হবে। স্বতন্ত্র প্রার্থী (প্রার্থীতার পক্ষে সমর্থন যাচাই) বিধিমালা, ২০১১ এর ৩ বিধি অনুসারে এক শতাংশ ভোটারের সমর্থনযুক্ত তালিকার প্রতি পৃষ্ঠায় প্রার্থীর অনুস্বাক্ষর প্রদান করতে হবে।

প্রার্থীকে যে সমস্ত কাগজপত্র/দলিলাদি সংযুক্ত করতে হবে বা সুনির্দিষ্ট বিবরণ প্রদান করতে হবে (প্রযোজ্য হলে)	
(১)	যথাযথভাবে পূরণকৃত মনোনয়ন ফরম
(২)	জামানত বাবদ নির্ধারিত অর্থ জমাদানের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার/ট্রেজারি চালান/রসিদের কপি
(৩)	হলফনামায় ৮টি তথ্যের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক দালিলাদি দিতে হবে, এছাড়া সুনির্দিষ্টভাবে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি প্রদান করতে হবে : ক. আপনার অর্জিত সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি ; (প্রযোজ্য হলে) খ. আপনি বর্তমানে কোন ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত আছেন কিনা তার বিবরণ (প্রযোজ্য হলে ছকের প্রতিটি ঘর পূরণ করতে হবে।) ; গ. অতীতে আপনার বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলার রেকর্ড আছে কিনা, থাকলে এর রায় কি ছিল; (প্রযোজ্য হলে ছকের প্রতিটি ঘর পূরণ করতে হবে।) ; ঘ. আপনার ব্যবসা বা পেশার বিবরণী ; সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে (শুধু ব্যবসা লিখলে হবে না, প্রতিষ্ঠানের নাম/নামসমূহ, ঠিকানা দিতে হবে)। একাধিক পেশা বা ব্যবসা থাকলেও উল্লেখ করতে হবে। ঙ. আপনার আয়ের উৎস বা উৎসসমূহের বিবরণ (ছক যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে)। চ. আপনার নিজের ও অন্যান্য নির্ভরশীলদের সম্পদ ও দায়ের বিবরণী ; ছ. ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে থাকলে জনগণকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতসমূহ এবং তার মধ্যে কি কি অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল তার বিবরণ ; এবং জ. কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে আপনার একক বা যৌথভাবে বা আপনার উপর নির্ভরশীল সদস্য কর্তৃক গৃহীত ঋণের পরিমাণ অথবা কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা পরিচালক হওয়ার সুবাদে ঐ সব প্রতিষ্ঠান হতে গৃহীত ঋণের পরিমাণ ছক অনুযায়ী। প্রযোজ্য না হলে প্রযোজ্য নয় লিখতে হবে। অন্যথায় বিবরণ প্রদান করতে হবে।
(৪)	নির্বাচনী ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাব্য উৎসের বিবরণী (ফরম-২০)
(৫)	প্রার্থীর সম্পদ ও দায় এবং বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের বিবরণী (ফরম-২১)
(৬)	আয়কর রিটার্নের কপি ও সম্পদের বিবরণী (আইটি-১০বি)

(৭)	আয়কর পরিশোধের প্রমাণপত্র (আয়কর বিভাগ প্রদত্ত রশিদ-আয়কর দিয়ে থাকলে)।
(৮)	দলের মনোনয়ন (রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সংযুক্তি-২ অনুযায়ী) ; অথবা ইতিপূর্বে নির্বাচিত জাতীয় সংসদের পুন: নির্বাচনে সংসদ সদস্য হয়েছেন তাঁর নির্বাচনি এলাকার নাম ও নম্বর লিখতে হবে ; অথবা নির্বাচনী এলাকার এক শতাংশ ভোটারের স্বাক্ষর সম্বলিত তালিকা যে সকল স্বতন্ত্র প্রার্থী ইতিপূর্বে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হননি, তাদের জন্য সংযুক্তি-৩ অনুযায়ী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : হলফনামা ও অন্যান্য তথ্যাদি মনোনয়নপত্র জমাদানের দিন থেকে সকলের অবগতির জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং এ তথ্য নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটে সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হবে। কাজেই প্রার্থী জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ভুল তথ্য দিলেও তথ্য প্রকাশের পর তার দায় এড়াতে পারবেন না।

মন্তব্য

গনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এবং নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০০৮ অনুসারে এটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আদেশ নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট (www.ecs.gov.bd) থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস–সিডিপি-ক শাখা–৪০৭/২০২৩-২০২৪/নিঃ–২৭-১০-২০২৩–১০,০০০ বই।